দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

দায়িত্ব পালন না করেই ভাতা নেন চবির আবাসিক শিক্ষকরা

■ মোস্তফা রনি, চবি সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ দায়িত্বপ্রাপ্ত আবাসিক শিক্ষক হলের ডিউটিতে অনুপস্থিত থাকলেও অতিরিক্ত ভাতাসহ নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষকদের অনুপস্থিতির কারণে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আবাসিক শিক্ষার্থীরা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে প্রতিটি আবাসিক শিক্ষকদের ক্যাম্পাসে থাকার কথা। কিন্তু সেই নিয়মকে তোয়াক্কা না করেই শহরে থাকছেন অধিকাংশ আবাসিক শিক্ষক ও প্রভোস্টরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ হলে ৪৭ জন আবাসিক শিক্ষক ও ১২ জন প্রভোস্ট রয়েছেন। হলের শিক্ষার্থীদের পরামর্শ ও নানা ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষকতার পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তাদের এ কাজে নিযুক্ত করে। তাদেরকে প্রতিদিন নিজ নিজ আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের হাজিরা নেওয়া, ডাইনিং রুম, ক্যান্টিন, আসবাবপত্র ও শিক্ষার্থীদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য আবাসিক শিক্ষকরা অতিরিক্ত ভাতা, বাসা ভাড়া বা কোয়ার্টার, পদোন্নতির কোটাসহ বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিটি হলের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষক ও অন্যান্য কাজের জন্য ১৮ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। যা থেকে প্রতিটি হলের প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষক তার মূলবেতনের শতকরা সাত ভাগ অতিরিক্ত ভাতা পেয়ে থাকেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ইত্তেফাককে বলেন, হলে আবাসিক শিক্ষকদের অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে আমরা হলের প্রভোস্টদের নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা হলে নিয়মিত না আসবে তাদের বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...
তারিখ...
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর